জয় বাংলা

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ
সরকার

৩৫, হেয়ার রোড, ঢাকা-২
২০শে জুলাই, ১৯৭২

শ্রদ্ধেয় ভাই সাহেব,

আমার সালাম গ্রহণ করবেন। আপনার অসুখের খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। প্রার্থনা করি যেন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করেন।

তুষার এবং সাজেদা এসেছিল। তাঁদের মুখে সব শুনেছি। মনে হয় আপনি নানা কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার অসুখের মূল কারণও তাই। আপনার কাছে আমার অনুরোধ মন থেকে সব চিন্তা দূরে ফেলে দিন। তুষার আপনাকে নিয়ে আসবেন। এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এখন যে-ঔষধ এবং পথ্য বিধান করা হয়েছে দয়া করে তা পালন করবেন। অন্যথা হলে কষ্ট পাবেন। নিয়মমত চললে ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করবেন বলে এখানকার ডাক্তারদেরও মত।

সাংসারিক বিষয় নিয়ে কখন আর আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনি সুস্থ হলে সে সব আমি দেখব। আপনি জানেন। আপনার মত ধীর-স্থির চিন্তাশীল লোক আমাদের বংশে কেন, সারা দেশেই কম আছে। সব অন্যায় সয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং মনোবল আপনার আছে। কারবারের ঋণের বিষয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি দেখব। কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য ভাল না হলে কিছু করা সম্ভব হবে না।

গত যুদ্ধে দেশের সব মানুষের কোন না কোন ক্ষতি হয়েছে। কারো স্বজন-হত, বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তারা কিছু না কিছু পুনর্গঠন করতে পারবেন। কিন্তু

যাদের আমার জন্য কয়েদি হয়েছিল সে জাতির দুঃখ
কোন দিন দূর হবে না। একথা ভেবেই
সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। আপনি কোন চিন্তা
করবেন না। আমাকে যারা অন্যায়-অবিচার করে
গেছে তারা কোন কালেও সুখী হতে পারে না।
আমি সব ক্ষমা করেছি। সে সব আমি দেখব,
আপনি এ নিয়ে মন খারাপ করবেন না।

চাচার নিকট আমার সশ্রদ্ধ সালাম
রইল। ভাবীকে আমার সালাম দেবেন।=

আপনার স্নেহের
ওবায়দুল্লা-আহমদ

জনাব আমিরুদ্দীন খান
সাং তরগাঁও